দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 9 JUL 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

রাজধানীতে রমরমা কোচিং বাণিজ্য

এম এ মালেক : বন্ধ হয়নি কোচিং বাণিজ্য, বরং তা বেড়েই চলেছে। সবচেয়ে বেশি কোচিং বাণিজ্য হচ্ছে রাজধানী ঢাকা শহরে। অথচ সরকার কোচিং নিয়ে নীতিমালা জারি করেছেন। নীতিমালা ঘোষণা করার পর কোচিং বন্ধ থাকলেও বর্তমানে আবারও রমরমাভাবে কোচিং ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। সামর্থবানরা অর্থের মাধ্যমে শিক্ষাকে কিনে নিচ্ছেন অন্যদিকে বঞ্চিত হচ্ছে অসচ্ছলরা। আর এই দুইয়ের ফাঁকে নিরুৎসাহিত হচ্ছে ক্লাস রুমের পাঠদান। এতে করে একদিকে দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থী আরো পিছিয়ে পড়ছে অন্যদিকে, একটু অভিভাবকেরা আর্থিকভাবেও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। জানা গেছে, ২০১১ সালের শেষের দিকে আদালতের নির্দেশে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কোচিং নিয়ে কড়াকড়ি আরোপ করে। মন্ত্রণালয়ে মনিটরিং কমিটি যে কদিন কাজ করেন শিক্ষকরা সে কদিন কোচিং বন্ধ করে রাখেন। তারপর আবারও চলে পুরোদমে কোচিং ব্যবসা। রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় স্কুল খুলে তার আড়ালে চলছে কোচিং ব্যবসা। বিশেষ করে আজিমপুর, মিরপুর, পুরান ঢাকা ও উত্তরাসহ নগরীর অধিকাংশ এলাকায় স্কুলগুলোর একই চিত্র। এছাড়াও মতিঝিল আইডিয়াল, ভিকারুননিসা, ন্যাশনাল আইডিয়াল, যাত্রাবাড়ি আইডিয়াল, শামসুল হক খান স্কুলগুলো ব্যতিক্রম নয়। রাজধানীর কোন কোন স্কুলে কোচিং না করার কম দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়। এমনি একজন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক অভিভাবক জানালেন, কিছু করার নেই কারণ স্কুলে মেয়ে পড়ে। ফেল পাস স্যারের হাতে। এমনি অনেক অভিভাবক হতাশা প্রকাশ করলেন কোচিং বাণিজ্যের জন্য। জানা যায়, কোচিং বন্ধে নীতিমালা নির্ধারিত তদারকি ও মনিটরিং না থাকায় আবারও একই অবস্থানে ফিরে গেছে স্কুল ও কলেজগুলো। কোচিংয়ের ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জারিকৃত প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, এটি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা কোচিং বাণিজ্যের কাছে জিম্মি হয়েছে পড়ছেন যা পরিবারের ওপর বাড়তি আর্থিক চাপ সৃষ্টি করেছে। এতে করে অধিক ব্যয় যোগাতে অভিভাবকেরা হিমশিম খাচ্ছেন। এদিকে অনেক শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে পাঠদানে মনোযোগী না হয়ে কোচিংয়ে বেশি সময় ব্যয় করছেন। কোচিং নীতিমালায় বলা হয়েছে, সরকারের করা নীতিমালায় কোচিং বাণিজ্য বলতে বিজ্ঞপ্তি, পোস্টার, ব্যানার, দেয়াল লিখন মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থী ভর্তির মাধ্যমে কোচিং কার্যক্রম পরিচালনা করাকে কোচিং বাণিজ্য বোঝাবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা নিজ প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের কোচিং বা প্রাইভেট পড়াতে পারবেন না। তবে তারা নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের অনুমতি সাপেক্ষে অন্য স্কুল-কলেজ ও সমমানের প্রতিষ্ঠানে দিনে সর্বোচ্চ ১০ জন শিক্ষার্থীকে নিজ বাসায় পড়াতে পারবেন। কোন কোচিং সেন্টারের নামে বাসা ভাড়া নিয়েও কোচিং বাণিজ্য পরিচালনা করা যাবে না। যদি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ থাকে স্কুলে অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা করা যাবে। এ অর্থ থেকে অবশ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ব্যয় বাবদ ১০ ভাগ কেটে রাখবে। বাকি টাকা শিক্ষকদের মাঝে বণ্টিত হবে। কিন্তু বর্তমানে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকার অলিগলিতে কোচিং সেন্টার কয়েক গুণ বেড়েছে। সরকারি-বেসরকারি স্কুল ও কলেজের শিক্ষকদের প্রায় প্রত্যেকেই নিজ নিজ বাসভবনে কোচিং সেন্টার বসিয়েছেন। বিভিন্ন দেয়াল, ল্যাম্প পোস্ট, পাবলিক পরিবহনেও কোচিং সেন্টারের পোস্টার ও স্টিকার লাগানো দেখা যায়। এ বিষয়ে শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্য বন্ধ নীতিমালা প্রণয়ন কমিটির সভাপতি প্রফেসর ফাহিমা খাতুন বলেন, নীতিমালার মধ্যেই মনিটরিং কমিটি গঠনের কথা বলা আছে। কিন্তু শিক্ষকদের নৈতিক অবক্ষয় হলে কোন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিয়ে বাস্তবায়ন করা যায় না। উল্লেখ্য, গত ২০১১ সালের ২০ জুন কোচিং বাণিজ্য বন্ধের নীতিমালার প্রজ্ঞাপন জারি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।